১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অগাস্ট ২০১৪

রাজনৈতিক সহিংসতা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

হেফাজতে নির্যাতন

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

সভা-সমাবেশে বাধা

মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার এর কর্মকান্ডে বাধা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে

মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় হয়রানীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের অগাস্ট মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৬ জন নিহত এবং ৪৯৭ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩১ টি এবং বিএনপি'র ৩ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ৩৫১ জন এবং বিএনপি'র ২২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২. গত ৫ জানুয়ারীর বিতর্কিত নির্বাচন দেশ ও জাতিকে গভীর সংকটে নিপতিত করেছে, যা গণতন্ত্রের পথকে কঠিন করে তুলেছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগের একদল নেতা-কর্মী রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করছে এবং এর ফলে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. ১৫ অগাস্ট জাতীয় শোক দিবস[১] উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা না দেয়ায় ঢাকার সরকারি কবি নজরুল ইসলাম কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা গত ১৬ অগাস্ট দুই দফায় অন্তত ১২টি বাস ভাংচুর করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৬ অগাস্ট ঢাকা মহানগরীর বাহাদুরশাহ পার্কের উত্তর পাশের সড়কে সদরঘাট থেকে রামপুরা রোডে চলাচলকারী ভিক্টর পরিবহনের চারটি গাড়ির কাঁচ ভাংচুর করা হয়। একই জায়গায় গত ১৭ অগাস্ট আজমেরী পরিবহনের ছয়টি ও ভিক্টর পরিবহনের আরও দুইটি বাস ভাংচুর করা হয়। গত ১৬ অগাস্ট রাতে গাড়ি ভাংচুরের পর থেকে ওই সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে রাখে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এর ফলে ঐ এলাকায় তীব্র যান-জট দেখা দেয়। ভিক্টর পরিবহনের রোড কমিটির কয়েকজন সদস্য জানান, ১৫ অগাস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য চাঁদা দাবি করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু তা না দেয়ায় তারা ১২টি বাস ভাংচুর করাসহ কয়েকজন পরিবহন শ্রমিককে মারধর করে। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেও কোন লাভ হয়নি।[২]

৪. গত ২১ অগাস্ট আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাওলানা ভাসানী হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অনিন্দ বাড়ৈ এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম নুরুন নবীসহ সাত-আটজন কর্মী রামদা, রড, লোহার পাইপ এবং হকিস্টিক নিয়ে হলের ১৭ টি কক্ষে হামলা চালায়। এই সময় তারা ৩১০ এবং ৩১৩ নম্বর কক্ষের দরজা ভেঙ্গে মাওলানা ভাসানী

---

[১] ১৯৭৫ সালের এই দিনে সেনাবাহিনীর একটি অংশ তৎকালিন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে।
[২] প্রথম আলো, ১৮ অগাস্ট ২০১৪

হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল আহমেদ ও তার সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় কমপক্ষে সাতজন আহত হয়।[৩]

৫. *অধিকার* মনে করে,জনগনের মতামতের প্রতিফলনের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থার অধীনে অবিলম্বে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন । শক্তিশালী একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এই ধরনের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপকর্ম রোধ করতে পারে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৬. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে অগাস্ট মাসে ৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ৭ জনের মধ্যে ৪ জন পুলিশের হাতে ও ২ জন র‌্যাবের হাতে তথাকথিত ‘ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে’ মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

৮. এই সময়ে ১ জন সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকাকালে নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

৯. নিহত ৭ জনের মধ্যে ১ জন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ) এর সদস্য, ১ জন সর্বহারা পার্টির সদস্য, ১ জন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (এমএন লারমা) এর নেতা এবং ৪ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১০. *অধিকার* বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* এইসব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

নির্যাতন

১১. ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় বলা আছে বিচারকের অনুমতি নিয়ে তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তকে পুলিশ তার হেফাজতে নিতে পারবে। কিন্তু দেখা যায় যে,এই ধারার সুযোগে পুলিশ অভিযুক্তদের তার হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন চালায়। বিশেষত: দুটি কারণে অভিযুক্তদের রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। এক. রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা দুই. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য রিমান্ডে নিয়ে অহরহ নির্যাতন চালানো। রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সুস্পস্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশনায় বলেছেন, রিমান্ড মঞ্জুরের আগে এবং রিমান্ড থেকে ফেরার পর নিম্ন আদালতকে মেডিকেল রিপোর্ট পরীক্ষা

[৩] প্রথম আলো, ২২ অগাস্ট ২০১৪

করতে হবে । অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয়ার পর তাঁর আত্মীয় স্বজনকে খবর দিতে হবে। আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে এবং আইনজীবীর উপস্থিতিতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এমন একটি ঘরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে যেখানে তাঁকে বাইরে থেকে দেখা যায়।[৪] কিন্তু পুলিশ ও নিম্ন আদালত হাইকোর্ট বিভাগের এই নির্দেশনাকে উপেক্ষা করছে। নিম্ন আদালত রিমান্ড মঞ্জুরের আগে এবং রিমান্ড থেকে ফেরার পর মেডিকেল রিপোর্ট পরীক্ষা করছে না এবং রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ অভিযুক্তদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালাচ্ছে।[৫] বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ বিভিন্ন বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

১২. গত ১৯ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। ২০১৩ সালে ২৪শে অক্টোবর জাতীয় সংসদে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু নিবারন আইন-২০১৩ কণ্ঠভোটে পাশ হয়। এরপরও বাংলাদেশে হেফাজতে নির্যাতন ঘটেই চলেছে। যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, তখন ধরেই নেয়া হয়, সেই ব্যক্তিটি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হবেন।

পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন

১৩. লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম সুমনকে গ্রেফতারের পর থানা হেফাজতে রাতভর শারীরিক নির্যাতন ও তাঁর চোখ সিরিঞ্জের সুঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে নষ্ট করে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সুমনের স্ত্রী সিমু আক্তার জানান,তাঁর স্বামী সাইফুল ইসলাম সুমন স্থানীয় বিএনপি ও যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তিনি ঢাকার মীরপুরে ঝুট ব্যবসা করতেন। গত ৬ অগাস্ট রাতে সুমন ঢাকা থেকে লক্ষ্মীপুরের বাড়িতে আসেন ও ৭ অগাস্ট দুপুরে রামগঞ্জ থানার ওসি লোকমান হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ সুমনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে রাতভর শারীরিক নির্যাতন করে এবং তাঁর চোখ নষ্ট করে দেয়। ৮ অগাস্ট আনুমানিক বিকেল ৫টায় রামগঞ্জ থানা পুলিশ সুমনকে আদালতে নিয়ে আসে। তখন সুমন তাঁর চোখ খুঁচিয়ে নষ্ট করাসহ তাঁর ওপর শারিরীক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ করেন। উপজেলা যুবদলের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন পলাশ জানান, চন্ডিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম সুমনকে গ্রেফতারের পর থানা হেফাজতে পুলিশ নির্যাতন করে এবং তাঁর চোখ নষ্ট করে দেয়। তিনি অভিযোগ করেন,যুবদল করার কারনেই তাঁর ওপর এ নির্যাতন করা হয়েছে। এই ঘটনায় গত ১৩ অগাস্ট সুমনের পিতা সামছুন নুর পাটওয়ারী বাদী হয়ে লক্ষ্মীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় রামগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ লোকমান হোসেন, পুলিশের উপ-পরিদর্শক মোঃ শরীফ হোসেন, মমিন হোসেন, মোজাম্মেল হোসেন ও লুৎফুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। বিচারক মোঃ মঞ্জুরুল বাছিদ শুনানী শেষে ২৪ ঘন্টার মধ্যে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অত্র আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন। গত ১৪ অগাস্ট আনুমানিক সকাল সাড়ে ৯টায় দিকে সাইফুল ইসলাম সুমনকে লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার থেকে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সামনে আনা হয়। মেডিকেল টিমের প্রধান ডাঃ মোঃ গোলাম ফারুক ভূঁইয়া জানান, আদালতের আদেশের পর তাঁর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। মেডিকেল টিমের সদস্যরা হচ্ছেন, লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের কনসালট্যান্ট ডাঃ মোঃ আবুল খায়ের, মেডিকেল অফিসার ডাঃ আনোয়ার

[৪] সুত্র: ১৩জানুয়ারী ২০১১ আমারদেশ ১ম পাতা- প্রতিবেদক -অলিউলাহ নোমান

হোসেন, ডাঃ জাকির হোসেন, চক্ষু বিভাগের (অব.) সার্জন ডাঃ মোঃ আলতাফ হোসেন ও রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিসিন বিভাগের কনসালট্যান্ট ডাঃ আহমদ উল্যা নিপুসহ ৬ জন। পরে মেডিকেল টিমের চিকিৎসকগণ সাইফুল ইসলাম সুমনের চোখ পরীক্ষা করে ১৪ অগাস্ট সন্ধ্যায় জেলা ও দায়রা জজ আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। সুমনের বাবা *অধিকার*কে বলেন, ৩১ অগাস্ট সুমনকে আদালতে আবার আনা হলে সুমন তাঁকে জানায় যে, সে দুই চোখে দেখতে পাচ্ছেন না এবং তার চোখে প্রচন্ড ব্যাথা হচ্ছে। সে তাঁকে াারো জানায় যে,পুলিশ সিরিঞ্জের সুঁচ দিয়ে তার দু'টি চোখই নষ্ট করে দিয়েছে। [৬]

১৪. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর শাখার সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর আইনজীবী এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক। আব্দুর রাজ্জাক *অধিকার*কে বলেন, গত ৯ আগস্ট ২০১৪ মোহাম্মদপুর থানার জাকির হোসেন রোডের একটি বাড়িতে অনুষ্ঠিত দলীয় কর্মসুচী থেকে জামায়াত ও শিবিরের ১৯ নেতাকর্মীসহ শফিকুল ইসলাম মাসুদকে গ্রেফতার করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। সবাইকে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে গত ১০ আগস্ট ২০১৪ আদালতে হাজির করে পুলিশ। পুলিশ আটককৃত সবার ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে। আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। এইসময় অভিযুক্ত জামায়াত ও শিবির নেতাকর্মীরা সবাই সুস্থ ছিলেন। রিমান্ড শেষে ১৪ আগষ্ট শফিকুল ইসলাম মাসুদসহ আটককৃতদের আবারো আদালতে আনা হয়। কিন্তু এই সময় শফিকুল ইসলাম মাসুদ নিজে পায়ে হেঁটে আসতে পারেন নি। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে কোলে করে আদালতে নিয়ে আসে এবং একটি বেঞ্চে শুইয়ে রাখে। এই সময় আইনজীবী এবং শফিকুল ইসলাম মাসুদের পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও পুলিশ তাঁদের কাউকেই কথা বলতে দেয়নি। আদালতে অবস্থান করা পুরোটা সময় মাসুদ প্রায় সঙ্গাহীন অবস্থায় ছিলেন। মাসুদের সঙ্গে রিমান্ডে থাকা জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা আইনজীবীদের জানান, পুলিশ হেফাজতে শফিকুল ইসলাম মাসুদের ওপর তাঁদের সামনেই অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে।[৭] গত ২৫ অগাস্ট শফিকুল ইসলাম মাসুদকে পুলিশ আবারো আদালতে হাজির করে ছয় মামলায় ৫৪ দিনের রিমান্ড চায়। আদালত ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। শফিকুল ইসলাম মাসুদের আইনজীবীরা আদালতে বলেন, মাসুদকে রিমান্ডে নিয়ে তাঁর ওপর ব্যাপক নির্যাতন করার ফলে তাঁর হাত-পা ও কোমড় ভেঙ্গে গেছে। পুলিশ তাঁকে কাঁধে ও কোলে করে আদালতে নিয়ে এসেছে।[৮]

সেনা হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ

১৫. গত ১০ অগাস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (এমএন লারমা) নেতা তিমিরবরণ চাকমা ওরফে দুরন্ত চাকমা বাবু (৫২) সেনা হেফাজতে মাটিরাঙা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গত ৯ অগাস্ট সন্ধ্যায় সেনা সদস্যরা খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলার ইন্দুমনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে গত ১০ অগাস্ট সকালে দুরন্ত চাকমা বাবু (৫২), নিশুমনি চাকমা (৪০), অমরকান্তি চাকমা (১৮) এবং রোমেল ত্রিপুরা (৩৮) কে আটক করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (এমএন লারমা) কেন্দ্রীয় কমিটির ছাত্র এবং যুব বিষয়ক সম্পাদক সুধাকর ত্রিপুরা অভিযোগ করেন, নির্যাতনে দুরন্ত চাকমার মৃত্যু হয়েছে। সেনাবাহিনী তাঁর মৃত্যু সর্ম্পকে বলেছে, হঠাৎ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লে দুরন্ত চাকমাকে মাটিরাঙা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে

[৬] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৭] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য
[৮] নয়াদিগন্ত ২৬ অগাস্ট ২০১৪

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।[৯] আটক নিশুমনী চাকমার স্ত্রী এলেনা চাকমা জানান, সেনা সদস্যরা রাতে বাড়ি ঘেরাও করে রেখে ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে তাঁদের আটক করে এবং আটক করার পর চোখ বেঁধে বাড়ির উঠোনে সবাইকে বেধম মারধর করে এবং বুট দিয়ে লাথি মারে। তিমিরবরণ চাকমা ওরফে দুরন্ত চাকমার স্ত্রী আলোতারা চাকমা বলেন, তাঁর স্বামীর কোন ধরনের শ্বাস কষ্টজনিত অসুখ ছিল না।[১০]

১৬. অন্তরীন অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদকালে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে মনে করে *অধিকার* ; অথচ নির্যাতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দায়মুক্তি এখন ব্যাপকভাবে চলমান রয়েছে।

কারাগারে মৃত্যু

১৭. অগাস্ট মাসে ৮ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ৮ জন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' মৃত্যুবরণ করেন। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৮. অধিকার মনে করে কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। অধিকার প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে কোন কারবন্দির মৃত্যু হলে সেই ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

১৯. গুম বা এনফোর্সড ডিস্‌অ্যাপিয়ারেন্স একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। গুম হতে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ-২ এ এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'গুম করা' বলতে বোঝায় 'রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণকে; যা কিনা সংঘটিত হয় স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাকে আইনী রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে সংঘঠিত ঘটনা'।

২০. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে কারো কারো লাশ পাওয়া গেছে। যদিও অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করছেন। ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরপর দেশে অনেকগুলো গুমের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা এখনো অব্যাহতভাবে ঘটছে।

২১. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কাউলতিয়া এলাকার নিজ বাড়ি থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি) এর ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলিকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র খাইরুল ইসলামকে (২৪) ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর

---

[৯] নিউএজ ১২ অগাস্ট ২০১৪

[১০] সি এইচটি নিউজস ১৮ অগাস্ট ২০১৪

থেকে খাইরুলের কোন খোঁজ পায়নি তাঁর পরিবার। খাইরুল ইসলামের পিতা আবুল কাশেম অধিকারকে জানান, গত ৯ অগাস্ট রাত আনুমানিক ২.৩০ টায় একদল সাদা পোষাকের সশস্ত্র লোক তাঁদের বাড়িতে অভিযান চালায়। অস্ত্রধারীরা নিজেদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে খায়রুলকে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ও ল্যাপটপসহ ধরে নিয়ে যায়। এই সময় খাইরুলের স্ত্রী খাইরুলকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন প্রশ্ন করলে অস্ত্রধারীরা তাঁকে গাজীপুর সদর থানায় যোগাযোগ করতে বলে। খাইরুলকে বাড়ি থেকে বের করে আনার সময় আবুল কাশেম তাঁদের অনুসরণ করে রাস্তা পর্যন্ত এসেছিলেন। এই সময় রাস্তার ওপর কয়েকশগজ দূরে দুটি মাইক্রোবাস ও দুটি জিপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তিনি। প্রথম গাড়িতে খাইরুলকে উঠিয়ে নিয়ে দুটি গাড়ি একসঙ্গে চলে যায় এবং ২/৩ মিনিট পর অপর গাড়ি দুটিও গাজীপুর সদরের দিকে চলে যায়। ১০ অগাস্ট সকালে তিনি গাজীপুর সদর এবং জয়দেবপুর থানাসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কার্যালয়ে খোঁজ-খবর নেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত খাইরুলের কোন সন্ধান পায়নি তাঁর পরিবার। এই ব্যাপারে ১০ অগাস্ট আবুল কাশেম জয়দেবপুর থানায় জিডি করেন। জিডি নম্বর ৭৬২।[১১]

২২. অধিকার মনে করে, সাম্য,মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাতে বাংলাদেশের জনগণকে সংগঠিত হওয়া এবং এই ধরনের মানবতাবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তাই গুমসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিটি মানবাধিকার কর্মীকে সোচ্চার হতে হবে, ভিকটিম পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে হবে এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা

২৩. গত ১৮ অগাস্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। বৈঠকে ‘সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪’ এর খসড়ায় ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এই প্রস্তাবটি মন্ত্রীসভায় নিয়ে আসে। এতে বলা হয়, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের যে বিধান বর্তমান সংবিধানে রয়েছে তা ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে প্রনীত সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের আলোকে এই সংশোধনী আনা হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রনীত সংবিধানে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের হাতে ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির হাতে আনা হয়। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সামরিক ফরমান জারী করে এবং পঞ্চম সংশোধনীতে এই ক্ষমতা দেয়া হয় ‘সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের’ কাছে। যা পঞ্চদশ সংশোধনীতেও বহাল রাখা হয়।[১২]

২৪. অধিকার সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে, বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের হাতে চলে গেলে বিচারপতিরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। ৫ জানুয়ারি’র বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ সর্ম্পকে জনমনে সংশয় রয়েছে যে, এই সংসদে বর্তমান সরকারের একচ্ছত্র প্রাধান্য থাকায় বিচারপতিদের কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা ব্যাহত হবার সম্ভবনা থাকবে।

---

[১১] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

[১২] ইনকিলাব ও ডেইলি স্টার ১৯ অগাস্ট ২০১৪

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

২৫.অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের অগাস্ট মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভের সময় এবং অন্যান্য কারণে ৯৮ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন ও ১৫২ জন শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছেন।

২৬.গত ৭ অগাস্ট ঢাকার বাড্ডায় তিন মাসের বেতন ও বোনাসের দাবিতে অনশনরত তোবা গ্রুপের শ্রমিকদের ওপর স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ দফায় দফায় হামলা চালিয়ে তাঁদের কারখানা থেকে বের করে দেয়।[১৩] পুলিশ এই সময় লাঠিচার্জ করে এবং রাবার বুলেট, পেপার স্প্রে ও টিয়ার শেল ছুঁড়ে। এই ঘটনায় সাংবাদিকসহ ১০ জন শ্রমিক আহত হন। উল্লেখ্য গত ৭ অগাস্ট সকালে এই আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে আশে-পাশের বিভিন্ন গার্মেন্টস্ এর শ্রমিকরা তোবা গ্রুপের কারখানার সামনে জড়ো হন। কিন্তু পুলিশ শ্রমিকদের ওপর হামলা করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় শ্রমিকরা বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সড়ক অবরোধ করে গাড়ি ভাংচুর চালায়। পুলিশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহ-সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদারকে আটক করে। পরে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়।[১৪] এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাইদিয়া গুলরুখ অভিযোগ করেন, গত ৬ অগাস্ট তোবা গ্রুপের মালিক পক্ষের ভাড়া করা দুবৃর্ত্তরা তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের ওপর হামলা চালায় যখন তাঁরা ধর্মঘটরত শ্রমিকদের খাবার ও পানি সরবরাহ করছিলেন।[১৫] উল্লেখ্য তোবা গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় বারোশ শ্রমিক তাঁদের মে, জুন ও জুলাই মাসের বকেয়া বেতন, ওভারটাইম ও ঈদ বোনাসের দাবিতে বাড্ডার হোসেন মাকের্টে তোবা গ্রুপের কারখানায় অনশনসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন।

২৭.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করে ও তাঁদের সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় এনে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

সভা-সমাবেশে বাধা

২৮.সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‌্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

২৯. গত ৬ অগাস্ট তোবা গ্রুপ শ্রমিকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও জোরপূর্বক উত্তর বাড্ডাস্থ শ্রমিকদের বের করে দেয়ার প্রতিবাদে এবং তোবা গ্রুপের শ্রমিকদের ৫-দফা দাবিসহ গার্মেন্টস্ শিল্প শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী আদায়ের সমর্থনে ৯ অগাস্ট সমস্ত গার্মেন্টস্ কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট আহ্বান করে তোবা গ্রুপ শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি। এই ধর্মঘটের সমর্থনে গত ৮ অগাস্ট ঢাকার তেজগাঁও মোড়ে গার্মেন্টস মজদুর ইউনিয়ন এক পথ সভার আয়োজন করে। পথ সভা শুরু হলে পুলিশ এসে সভায় বাধা দেয়। এই সময় মজদুর ইউনিয়নের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের কথা কাটাকাটি হয়। এক সময় আরো পুলিশ এসে মজদুর ইউনিয়নের এই সভা পন্ড করে দেয়।[১৬]

৩০.অধিকার সভা-সমাবেশে বাধার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে সভা-সমাবেশে বাধার ঘটনা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার বিরোধী।

---

[১৩] নয়াদিগন্ত ৮ অগাস্ট ২০১৪

[১৪] নিউএজ ৮ অগাস্ট ২০১৪

[১৫] নিউএজ ১৩ অগাস্ট ২০১৪

[১৬] ১০ অগাস্ট ২০১৪ বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি ডাঃ ফয়জুল হাকিম এর থেকে সংগৃহীত তথ্য

মত প্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা

বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ মন্ত্রীসভায় অনুমোদন

৩১. গত ৪ অগাস্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং গত ৭ অগাস্ট এই নীতিমালার গেজেট প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। গেজেটে বলা হয়েছে ,এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। নীতিমালা অনুযায়ী, সশস্ত্র বাহিনী ও আইন শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত কোন বাহিনীর প্রতি কটাক্ষ বা অবমাননাকর দৃশ্য বা বক্তব্য প্রচার করা যাবে না। অপরাধীদের দণ্ড দিতে পারেন,এমন সরকারী কর্মকর্তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার মতো দৃশ্য বা বক্তব্য প্রচার করা যাবে না। আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে (টক শো) বিভ্রান্তিমূলক ও অসত্য তথ্য পরিহার করতে হবে। জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো বিদ্রোহ, নৈরাজ্য ও হিংসাত্মক ঘটনা প্রদর্শন করা যাবে না। বিজ্ঞাপন প্রচারেও বিভিন্ন বিধিনিষেধ মানতে হবে। সার্চ কমিটির মাধ্যমে একটি কমিশন গঠন করে এই নীতিমালা প্রয়োগ করা হবে। এই প্রস্তাবিত কমিশন সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদানের সুপারিশ, গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করবে। এছাড়াও কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত ও শুনানী করে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করবে এবং সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। সরকার এই সুপারিশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১৭]

৩২. বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছে। বর্তমানে প্রায় সব ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন । বিরোধীদলীয় মত বা পক্ষের সংবাদ মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ওপর সরকার আঘাত করেছে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে রাজনৈতিক কারনে ১১ এপ্রিল ২০১৩ থেকে কারগারে আটকে রাখা হয়েছে। এই সময়ে আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া ছাড়াও ৫ ও ৬ মের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আক্রমনের ঘটনা রিপোর্ট করার কারণে দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভির সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৩৩.অধিকার মনে করে, গণ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য সরকার এই সম্প্রচার নীতিমালা অনুমোদন করেছে। কারণ নীতিমালায় অনেক জায়গায় এমন অস্পষ্টতা রয়েছে যে, ইচ্ছে করলে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। নীতিমালায় যে কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে সেই কমিশন সরকারকে সুপারিশ করবে। সুপারিশ করার পর সরকার ব্যবস্থা নেবে। অর্থাৎ সরকারের হাতেই রয়েছে সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা। এছাড়া কমিশন সরকার অনুমোদিত সার্চ কমিটির দ্বারা গঠিত হলে এই কমিশনের সদস্য হিসেবে সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ পাবার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। কারণ সার্চ কমিটির দ্বারা গঠিত বর্তমান নির্বাচন কমিশনের কর্মকান্ড নিয়ে দেশে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং কমিশন সদস্যরা সরকারের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভিন্নমতাবলম্বী সংবাদ মাধ্যমের ওপর খড়গ নেমে আসবে বলে আশংকা করছেন সাংবাদিকরা।

৩৪. অধিকার বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করে মন্ত্রীসভায় জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ অনুমোদন দেয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

---

[১৭] প্রথম আলো, ৫ অগাস্ট ২০১৪ ; *অধিকার* এর বিবৃতি ৬ অগাস্ট ২০১৪

সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ/হামলা

৩৫. অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ১৪ জন সাংবাদিক আহত, ১ জন লাঞ্ছিত, ৩ জন হুমকির সম্মুখীন, ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এই সময় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার বিরুদ্ধে ১ টি এবং দৈনিক কালের কণ্ঠ ও দৈনিক ডেইলি সান পত্রিকার বিরুদ্ধে ১ টি মামলা করা হয়েছে এবং ১ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৩৬.সংবাদ সংগ্রহের সময় বা প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ও হুমকির ঘটনা ঘটছে। এই সমস্ত বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

৩৭.গত ১ অগাস্ট রংপুরের স্থানীয় দৈনিক যুগের আলোর মহানগর প্রতিনিধি হারুন-অর-রশিদ, দৈনিক দাবানলের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শরিফুল ইসলাম সুমন ও একই পত্রিকার মহানগর প্রতিবেদক মিয়া মোহাম্মদ সোহেল সংবাদ সংগ্রহ শেষে বুড়িরহাট থেকে ফিরছিলেন। এই সময় তাঁরা রংপুর শহরের টাউন হলের সামনে সাদা পোষাকের ১৫/২০ জনের একদল পুলিশকে এক যুবককে মারধর করতে দেখেন। সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করতে গেলে পুলিশ সদস্যরা তাঁদের দিকে তেড়ে আসে এবং একপর্যায়ে সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও তাঁদের মারপিট করে ক্যামেরা ও নোটপ্যাড ভেঙে ফেলে।[১৮]

৩৮.গত ৯ অগাস্ট সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন উপলক্ষে সিলেট বিভাগ আদিবাসী দিবস উদযাপন কমিটির অলোচনা সভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মহসিন আলী অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় সাংবাদিকদের আক্রমণ করেন। মহসিন আলী আলোচনা সভা থেকে সাংবাদিকদের বের হয়ে যেতে আদেশ দেন এবং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "সাংবাদিকরা অশিক্ষিত, টাকা খেয়ে অন্যের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে"।[১৯]

৩৯.গত ১৯ অগাস্ট গভীর রাতে দৈনিক ইনকিলাবের বার্তা সম্পাদক রবিউল্লাহ রবিকে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ইনকিলাব কার্যালয় থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই সময় পুলিশ আরও কয়েকজন সাংবাদিককেও খোঁজ করে। গত ১৮ অগাস্ট ইনকিলাবে প্রকাশিত 'প্রধানমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য এক পুলিশ কর্মকর্তার, তিনি পুলিশ বাহিনীতে তৈরি করেছেন অঘোষিত হিন্দু লীগ' খবরের কারণে পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক প্রলয় কুমার জোয়ার্দার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ওয়ারী থানায় মামলা দায়ের করেন করেন। মামলায় তিনি অভিযোগ করেন, ইনকিলাবে মিথ্যা ও বানোয়াট খবর প্রকাশ করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। এছাড়াও পুলিশ বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। মামলায় ইনকিলাব এর সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, নগর সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে আসামী করা হয়েছে।[২০] গত ২০ অগাস্ট গ্রেপ্তারকৃত ইনকিলাবের বার্তা সম্পাদক রবিউল্লাহ রবিকে পুলিশ মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এদিকে গত ২০ অগাস্ট ওয়ারী থানার এএসআই মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ ইনকিলাব অফিসে অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় বার্তা বিভাগ ও কম্পোজ সেকশনের ২টি সিপিইউ, ২টি মনিটর নিয়ে যায় পুলিশ।[২১] গত ২৪ অগাস্ট ইনকিলাব কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করে সংবাদটি প্রত্যাহার করে বিবৃতি দেয়।[২২] এরপর গত ২৬ অগাস্ট রিমান্ড শেষে আদালত রবিউল্লাহ রবিকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। [২৩]

[১৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রংপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৯] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২০] প্রথম অলো ২০ অগাস্ট ২০১৪
[২১] ইনকিলাব ২১ অগাস্ট ২০১৪
[২২] ইনকিলাব ২৪ অগাস্ট ২০১৪
[২৩] ইনকিলাব ২৭ অগাস্ট ২০১৪

৪০. গত ১৯ অগাস্ট বরিশাল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক সমকাল পত্রিকার বরিশাল ব্যুরোপ্রধান পুলক চ্যাটার্জিকে কুপিয়ে আহত করেছে একদল দুর্বৃত্ত। গত ১৮ অগাস্ট দিবাগত রাতে কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে বাড়ির গেটের কাছে তিন দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে অতর্কিতে তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাঁর চিৎকারে লোকজন জড়ো হলে হামলাকারীরা চলে যায়। আহতবস্থায় পুলককে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলকের ছোট ভাই দীপক চ্যাটার্জির অভিযোগ, পেশাগত কারণে শত্রুতার ফলে তাঁর ভাইয়ের ওপর হামলা হয়েছে।[২৪]

৪১. অধিকার সাংবাদিকদের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ও হুমকির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সেইসাথে অধিকার সাংবাদিকদের সুষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশনেরও আহবান জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর মাধ্যমে মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের ব্যাপক সুযোগ তৈরী হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করছে। এই আইনের মাধ্যমে সরকার সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিকদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠাচ্ছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৪২. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[২৫] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লংঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪৩. গত ১৯ অগাস্ট রাজধানীর ভাটারার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি অফিস থেকে শামসুজ্জোহা নামে এক ব্যক্তিকে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিদ্রুপ করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীর শাড়ি ও চাদর পরিহিত একটি ছবিতে 'আচ্ছা এটাই কি পাখি ড্রেস ?'-বলে শামসুজ্জোহা মন্তব্যসহ নানা কটুক্তি করেছেন বলে জানিয়েছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা । এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় কাফরুল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।[২৬] গত ২০ অগাস্ট শামসুজ্জোহার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত।[২৭]

৪৪. অধিকার এই নিবর্তনমূলক আইনটি অবিলম্বে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

---

[২৪] প্রথম অলো ২০ অগাস্ট ২০১৪

[২৫] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[২৬] নয়াদিগন্ত, ২১ অগাস্ট ২০১৪

[২৭] যুগান্তর ২১ অগাস্ট ২০১৪

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৪৫.২০১৪ সালের অগাস্ট মাসে ১২ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৪৬.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার কারণে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অধিকার মনে করে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৪৭.অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৬ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে তারা ২ জনকে গুলি করে এবং ২ জনকে নির্যাতন করে হত্যা করে। এছাড়া বিএসএফ ধাওয়া করে নদীতে ফেলে ১ জনকে হত্যা করে এবং এই সময়কালে অপর ১ জনকে বিএসএফ অপহরনের পরদিন তাঁর মৃতদেহ নদীতে ভেসে ওঠে। বিএসএফ মোট ১৩ জনকে আহত করেছে। এঁদের মধ্যে ৩ জন গুলিতে, ৭ জন নির্যাতনে ও ৩ জন বিএসএফএ'র বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ৮ জন বাংলাদেশী।

৪৮. গত ৫ অগাস্ট জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার কড়িয়া সীমান্তের ২৭৮ নম্বর মেইন পিলারের ৫৮এস নম্বর সাব-পিলারের কাছে তাজপুরে রাজু আহমেদ (২৫) নামে এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফএর মথুরাপুর ক্যাম্পের সদস্যরা। হত্যা করার পর তাঁর লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ।[২৮]

৪৯.গত ২১ অগাস্ট পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের প্রধানপাড়া গ্রামের মো: আক্তারুল ইসলাম (৩০) শিংরোড সীমান্তের কাছে মাছ ধরতে যান। এইসময় ওই সীমান্তের বিপরীতে ভারতের সাঁকাতি বিএসএফ ফাঁড়ির সদস্যরা অস্ত্রের মুখে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে আক্তারুল ইসলামকে ফেরত চেয়ে বিএসএফকে চিঠি দেয় বিজিবি। তবে ঘটনার পর থেকে কোন বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করে বিএসএফ। কিন্তু গত ২২ অগাস্ট নদী দিয়ে আক্তারুল এর লাশ ভেসে আসতে দেখে সীমান্তের লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ সীমান্তের কাছে ওই নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শী রফিকুল ইসলাম বলেন, ২২ অগাস্ট দুপুরে সীমান্তের কাছে একটি ক্ষেতে তিনি কাজ করছিলেন। এই সময় বিএসএফের একটি গাড়ি থেকে কিছু একটা নদীতে ফেলে দিতে দেখেন। একটু পরেই সেখান থেকে আক্তারুলের লাশ বাংলাদেশে ভেসে আসে। নিহত আক্তারুল ইসলামের স্ত্রী জাহানারা বেগম বলেন,"আমার স্বামী ক্ষেতের পানিতে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তাকে বিএসএফ অকারণে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। পরদিন সকালে সবার সামনেই নদীতে ফেলে দিয়েছে"।[২৯]

৫০. অধিকার মনে করে, কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত

---

[২৮] যুগান্তর, ৬ অগাস্ট ২০১৪

[২৯] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পঞ্চগড়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

৫১. অধিকার মনে করে, সীমান্তের কাছে অবস্থিত বেসামরিক নাগরিকদের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতে হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতনের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করা বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫২. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু,তাঁদের জানমালের সুরক্ষা এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু অধিকার দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে,দেশের প্রভাবশালী মহল জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ নানান স্বার্থের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এই হামলার ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকরণের কারণে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে এবং হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার না হওয়ার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৫৩. গত ৫ অগাস্ট দিবাগত রাত ২টার দিকে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার সরাই হাজীপুর গ্রামের জীবন কুমার সরকারের কালী মন্দিরে ১০/১২ জন দুর্বৃত্তদের একটি দল প্রবেশ করে। পরে তারা খড় জড়ো করে মন্দিরের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে মন্দিরে রক্ষিত ৪টি প্রতিমা সহ মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে তারা একই গ্রামের সন্তোষ কুমার সরকার, রঞ্জিত দেব ও বরুণ কুমারের বাড়িতে হামলা চালায়। গ্রামবাসী টের পেয়ে একত্রিত হয়ে দুর্বৃত্তদের ধাওয়া দিলে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ একই গ্রামের মঞ্জিল খাঁ, আব্দুল বারেক এবং আব্দুস সালাম খানকে গ্রেফতার করেছে। [৩০]

৫৪. অধিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং তাঁদের নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৫. নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। অগাস্ট মাসে অনেক নারী যৌতুক সহিংসতা, এসিড আক্রমণ, ধর্ষণ এবং বখাটেদের হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৫৬. অগাস্ট মাসে ১৮ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন ও ১ জন ভিকটিম নারীর মা তাঁর মেয়ের ওপর যৌতুক সহিংসতার প্রতিবাদ করায় মেয়ের স্বামীর দ্বারা প্রহৃত হন। ১৮ জন ভিকটিম নারীর মধ্যে ১১ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৬ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং যৌতুক এর কারণে নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে ১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

৫৭. গত ৫ অগাস্ট রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার মনুরচড়া গ্রামে গৃহবধু রোকসানা (১৯) কে তাঁর স্বামী আলমগীর হোসেন বাবু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা যৌতুকের জন্য হত্যা করেছে। চারমাস আগে রোকসানার সঙ্গে আলমগীর হোসেন বাবুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে বাবু রোকসানার বাবার কাছে যৌতুক দাবি করে

[৩০] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জ জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

আসছিলো। ঘটনার দিন এই নিয়ে বাবু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রোকসানার বাকবিতন্ডা হয়। একপর্যায়ে বাবু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা রোকসানাকে গলাটিপে হত্যা করে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে এবং বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে।[৩১]

৫৮. গত ২২ অগাস্ট ঢাকা মহনগরীর নারিন্দায় টুম্পা রাণী নামে এক গৃহবধুকে ২ লাখ টাকা যৌতুকের জন্য তাঁর স্বামী রাজন কুমার দাস হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চার মাস আগে পারিবারিকভাবে তাঁদের বিয়ে হয়। নিহত টুম্পা রানীর বাবা নিতাই পাল পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন যে, যৌতুকের টাকার জন্য তাঁর মেয়ের ওপর অত্যাচার করা হতো। টাকা দিতে না পারায় অত্যাচার করে তাঁর মেয়েকে হত্যা করে পরে লাশ ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যার প্রচারণা চালানো হয়।[৩২]

এসিড সহিংসতা

৫৯. অগাস্ট মাসে ২ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬০. গত ২৩ অগাস্ট রাজশাহী শহরে তালাক দেয়ার কারণে শিখা বেগম নামে এক গৃহ-বধূকে তাঁর সাবেক স্বামী মোহাম্মদ সুমন ও সুমনের ভাই মাসুম এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে শিখা বেগমের কান, গলা ও বাহু এসিডে ঝলসে গেলে তাঁকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ গত ২৫ অগাস্ট মোহাম্মদ সুমনকে গ্রেফতার করে।[৩৩]

৬১. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এই সব অপরাধ ঘটেই চলেছে।

ধর্ষণ

৬২. অগাস্ট মাসে মোট ৫৭ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৩ জন নারী, ৩৩ জন মেয়ে শিশু ও ১ জনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ২৩ জন নারীর মধ্যে ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৩ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে ৯ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৩. গত ৪ অগাস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার জিনারপুর গ্রামে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার সভানেত্রীকে মারধর এবং ধর্ষণ করে একদল দুবৃর্ত্ত। এই নারী নেত্রী ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির ভূমি দখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। উল্লেখ্য গত ৪ অগাস্ট ধানের জমিতে যখন কয়েকজন কৃষি শ্রমিক নিয়ে কাজ করছিলেন তখন কয়েকজন দুবৃর্ত্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে সেখানে আসে এবং তাঁর কাছে তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ঐ নারীকে দুবৃর্ত্তরা পিটিয়ে আহত করে এবং আকতার হোসেন, রেজাউল করিম ও আকবর আলী নামে তিন র্দুবৃত্ত তাঁকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় পুলিশ আকতার হোসেন, রেজাউল করিম, জিয়াউল করিম ও আকবর আলী নামে চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।[৩৪]

---

[৩১] ডেইলি স্টার ৭ অগাস্ট ২০১৪১

[৩২] যুগান্তর ২৩ অগাস্ট ২০১৪

[৩৩] ডেইলি স্টার, ২৫ অগাস্ট ২০১৪১

[৩৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৬৪. গত ৩ অগাস্ট সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলায় মুড়িয়া ইউনিয়নের ফেনগ্রামে এক বালিকা (১২) বাসা থেকে পুকুরে গোসল করতে গেলে স্থানীয় দুই যুবলীগ কর্মী মামুনুর রশীদ আকুল (৩২) ও খলিল আহমেদ (৪০) তাঁকে অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে তুলে এক বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে।[৩৫]

যৌন হয়রানী

৬৫. অগাস্ট মাসে মোট ১৯ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন ১ জন, ১ জন অপহৃত হয়েছেন ও ১৭ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১ জন নারী নিহত ও ১ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৬৬. গত ৩ অগাস্ট কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলার হাশিমপুর গ্রামে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ নাসিমা চিকিৎসার জন্য পল্লী চিকিৎসক ঝন্টুর ডিসপেন্সারীতে যান। এই সময় চিকিৎসক ঝন্টু কৌশলে নাসিমাকে চেতনানাশক ইঞ্জেকশান দিয়ে অচেতন করে ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে নাসিমা চেতনা ফিরে পেয়ে চিৎকার করেন । নাসিমার চিৎকার শুনে আশে পাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং ঘটনা শুনে বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এরপর জগন্নাথপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হান্নানসহ এলাকার প্রভাবশালীরা ঘটনার বিচার করতে সময়ক্ষেপন করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নাসিমা ৫ অগাস্ট কুমারখালী থানায় মামলা করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ লুৎফর রহমান মামলা না নিয়ে পরে আসতে বলেন। এরপর স্থানীয় প্রভাবশালী মহল সালিশের নামে অবমাননাকর একটি আপসনামা বানিয়ে তাতে নাসিমাকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই অবস্থায় পুলিশের মামলা না নেয়া এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের সালিশের নামে প্রহসনের কারনে ৫ অগাস্ট রাতে নাসিমা আত্মহত্যা করেন।[৩৬]

৬৭. অধিকার নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও সাক্ষির নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

অধিকার এর কার্যক্রমে বাধা ও হয়রানী

অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীকে হয়রানী

৬৮. ৩০ অগাস্ট ২০১৪ ‘গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস’ উপলক্ষে অধিকার রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও চট্টগ্রাম সদরে র‌্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করে। এই কর্মসূচীর আওতায় সকাল সাড়ে ১০ টায় রাজশাহী মহানগরের সোনাদিঘী মোড় থেকে র‌্যালিটি বের হয় এবং প্রেসক্লাবের সামনে এসে সমাবেশ শেষে অধিকারএর ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধিকার এর রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মী মইন উদ্দিন। কর্মসুচী শেষে বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় মইন উদ্দিনের অফিসে আসে রাজশাহী মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের এসআই মাহাবুবের নেতৃত্বে কয়েকজন পুলিশ সদস্য। এই সময় মইন উদ্দিন তাঁর অফিসে ছিলেন না। পুলিশ সদস্যরা অফিস থেকেই মঈন উদ্দিনকে ফোন করে রাতের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশ অফিসে গিয়ে দেখা করতে বলেন এবং

[৩৫] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩৬] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

কর্মসুচী ও অধিকার প্রসঙ্গে জানতে চান। ৩০ অগাস্ট রাতে মইন উদ্দিনকে আরো কয়েক দফা ফোন করে অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীদের তালিকা চাওয়াসহ নানাভাবে মঈন উদ্দিনকে চাপে রাখে গোয়েন্দা পুলিশ। গত ৩১ অগাস্ট ২০১৪ গোয়েন্দা পুলিশের এসআই মাহাবুব ও কনস্টেবল মান্নান মঈন উদ্দিনের কর্মস্থলে এসে ব্যানার ফেস্টুন দেখতে চান এবং ব্যানার ফেস্টুনে লিখিত স্লোগানগুলো নোট করে নেন। তাঁরা ভবিষৎতে এই ধরনের কর্মসূচী করতে হলে আগে থেকে প্রশাসনের অনুমতি নেয়ার জন্য বলেন।

৬৯. মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার কারণে অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারা দেশের মানবাধিকার কর্মীরা হয়রানী ও হুমকির সম্মুখিন হচ্ছেন। অধিকার এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন এবং সংস্থাসমূহের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কিত ঘোষণার অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী "মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রবর্তন এবং রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের অধিকার আছে, ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে- (ক) শান্তিপূর্ণভাবে সাক্ষাৎ এবং সমাবেশ করা; (খ) বেসরকারী সংস্থা, সমিতি অথবা সংগঠন তৈরী, যোগদান এবং তাতে অংশগ্রহণ করা; (গ) বেসরকারী এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা"। [৩৭]

অধিকার এর সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূন্র ভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

৭০. অধিকার এর সমস্ত প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড় না করে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এর কর্মকাণ্ড ব্যাহত করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৭১. 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাসব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় এখনও পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অধিকার তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছিল।

৭২. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে অধিকার। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড় দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে অধিকার উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তির অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে। এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

---

[৩৭] http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/DeclarationHRDBangla.pdf

৭৩.প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৯ এপ্রিল ২০১৪ ‘এমপাওয়ারিং ওমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারস’ প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য অডিট রিপোর্টসহ আবেদনপত্র জমা দেয় অধিকার। প্রকল্পটি নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে চারটি জেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অর্থ ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পটির ২য় বর্ষের কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না।

৭৪. প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় না হওয়ায় অধিকারের সকর মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণে অধিকারএর সাতজন কর্মী অফিস থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

৭৫.একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে অধিকার এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে অধিকার তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি-অগাস্ট ২০১৪*

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড **	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	১৪	৫	৭	১১	৬	৮৩
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	১	০	২	২	১	১	৯
	গুলিতে নিহত	১৮	১	৬	৪	১	০	৩	০	৩৩
	পিটিয়ে হত্যা	১	১	০	০	১	১	০	০	৪
	মোট	৩৯	১৭	১৪	১৮	৯	১০	১৫	৭	১২৯
গুম		১	৭	২	১৮	২	০	০	১	৩১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	২	৪	৪	০	৬	২০
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	২	১	১০	৬	১৩	৪২
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৪	১৭	৫	৯	৮	৭৬
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	৭	৫	৪	৩	৮	৩৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	১	০	০	০	১
	আহত	২	৯	৭	২৫	৫	২	১	১৪	৬৫
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	২	১	১	০	৩	১২
	লাঞ্ছিত	০	১	০	২	১৫	০	০	১	১৯
	গ্রেফতার	৪	০	০	০	০	১	০	১	৬
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	১৭	১৭	১৩	৮	৬	১৪৬
	আহত	১৪৭২	১১৬৬	১৩৪৩	৫৯৩	৪১২	২৪৬	৫৯৯	৪৯৭	৬৩২৮
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	২২	১৮	৩২	২৬	১৯	১৫৮
ধর্ষণ		৩৯	৫১	৪২	৫৭	৬৫	৪৭	৫৬	৫৭	৪১৪
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	২৫	২২	১২	২২	১৯	১৫৫
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	৫	৬	৪	৫	২	৩২
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	১৩	১১	৬	৮	১২	৮৩
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০	০	০	১	০	১
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	৫১	৪৯	১১৫	১২২	৯৮	৬৯৫

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-অগাস্ট পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ২০ টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় নেতা কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৩. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা র‌্যাব পরিচয় দিয়ে গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। এই গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অধিকার অবিলম্বে নিঁখোজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. অধিকার শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে।

৫. বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদকে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

৬. অবিলম্বে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ বাতিল করতে হবে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে । আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৮. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। এই শিল্পের শ্রমিকদের একটি সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনাসহ পকিল্পিতভাবে এই শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

১১. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২. অধিকার এর সেক্রেটারী এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯)এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মানবাধিকার রক্ষা কর্মীদের ওপর হয়রানী বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও অধিকার তার সমস্ত মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।